সংক্ষিপ্ত সার

জীবনশিল্পী সমরেশ বসু ঃ প্রসঙ্গ তাঁর ছোটগল্প

রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী কথা সাহিত্যে তারাশংকর-মানিক-বিভূতিভূষণ - 'ত্রয়ী' এই কথাসাহিত্যিকরাই বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি। তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণ লোকজীবনকে সাহিত্যে নিয়ে এলেও সেভাবে মেহনতী মানুষের জীবন সংগ্রামকে তুলে ধরেননি। কারণ তাঁরা মেহনতী মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন না। তাঁদের সেই অভাবকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন সমরেশ বসু। তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণের পরে বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক হলেন সমরেশ বসু। সমরেশ বসু তাঁর বিস্তৃত সাহিত্যজীবনে নিজেকে যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সাফল্য পেয়েছিলেন সে ব্যাপারে তাঁর সার্থকতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সমরেশ বসু ঔপন্যাসিক হিসেবে যেমন, তেমনি ছোটগল্পকার হিসেবেও অসাধারণ জীবনশিল্পী। মননের থেকেও বেশী অভিজ্ঞতা, আবেগনির্ভরতা, সমাজের সব ধরনের মানুষের দুঃখ কষ্টের শরিকানা সমরেশ বসুর ছোটগল্পকে স্বকীয়তা দিয়েছে।

সমরেশ বসুর গল্পগুলিকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম অধ্যায়ের গল্পগুলিতে চল্লিশের দশকের নিরন্ন, অসহায় মানুষদের জীবনের প্রতিফলন ঘটেছিল। দেশবিভাগ ও যন্ত্রণার ছাপ এই সময়ের গল্পগুলিতে সুস্পষ্ট। এই অধ্যায়ে সমরেশ বসুর বেশ কিছু ছোটগল্প যেমন - আদাব, জলসা, প্রতিরোধ, মৃত্যুঞ্জয়, সিদ্ধান্ত, জয়নাল, কিমলিস, স্বীকারোক্তি, বিবেক, পাতিহাঁস, অমনোনীত, সাফল্য যার যেমন, ফটিচার, স্বর্ধম, প্রত্যক্ষ, মানুষ, জোয়ারভাঁটা, রাজা, শহীদের মা, রং প্রভৃতি গল্পে রাজনীতির প্রভাব ও শ্রমিক চেতনা দেখা

যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমরেশ বসুর বেশ কিছু ছোটগল্প রয়েছে যার মধ্যে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সমাজের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। এই ছোটগল্পগুলির বিষয়বস্তুতে শুধুমাত্র নীচুতলার মানুষই নন, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের পরিচয়ও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন — পাড়ি, লড়াই, কাজ নেই, জোয়ার ভাঁটা, দুইবন্ধু শানাবাউরীর কথকতা, পশারিনী, আইন নেই, ফুলবর্ষিয়া, উৎপাত, আলোর বৃত্তে, নিষিদ্ধ ছিদ্র, পেলে লেগে যা, মরেছে প্যালগা ফরসা, পাপপুণ্য, খিঁচাকবলা সমাচার, শুভবিবাহ, আবর্ত, একটি বেদনাদায়ক প্রতিবাদ, ছেঁড়া তমসুক, পঞ্চায়েত, আটাত্তর দিন পরে, ধর্ষিতা ও তামসিকতা, অকালবৃষ্টি, শেষ হাসি, শান্তিপ্রিয় বিহিত, ফকির, মাসের প্রথম রবিবার, নির্বাসিতা, বিনিময়, এসমালগার, দুলে বাড়ির ভাত, বনলতা, একটু নীল আকাশের খোঁজে, জুয়া, ও আপনার কাছে গেছে, মহাপ্রাণ, শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ, বিনিময়, সকালের মুখ রাতের ঘুম, পকেটমার, আম মাহাতো।

তৃতীয় অধ্যায়ের ছোটগল্পে নরনারীর প্রেমমূলক সম্পর্ককে সমরেশ বসু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও প্রেমের অমোঘ হাতছানির মতোই মানুষের মনের জটিল, বিচিত্র মনস্তত্ত্ব ছড়িয়ে রয়েছে সমরেশের বেশ কিছু ছোটগল্পে। সেগুলি হল — শোভাবাজারের শাইলক, আলোয় ফেরা, স্বাধীনতা, উজান, নেই তাই, আরোগ্য, বিকেলে শোনা, বনমালী, কীর্তিনাশিনী, অকাল বৃষ্টি, নিষিদ্ধ ছিদ্র, প্রত্যাবর্তন, অজানা, আসামী, মন, আর এক ছায়া, শিকল কাটার ছল, নররাক্ষস, পাহাড়ী ঢল, বাহার, সাধ, দৈবের হাতে নাই প্রভৃতি।

চতুর্থ অধ্যায়ে মানুষের মনের লুকিয়ে থাকা যৌনতা বোধ আর পাঁচটা

স্বাভাবিক অনুভূতির মতোই সমরেশ বসুর গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ের যৌন চেতনার প্রভাবমূলক ছোটগল্পগুলি হল — ভগবতী, পোকা, রতি প্রতিমা, ধূলিমুঠি কাপড়, জন্মদাতা, প্রিয়তম সে, নিষ্কৃতি পাবার স্টাইল, হতভাগ্যের শিকার, কে নেবে মোরে, তৃষ্ণা, পাপবোধ, মহাযুদ্ধের পরে, জন্মান্তরের জগৎ, ঊরাতীয়া, শানাবাউরীর কথকতা, অসংশয়, পাপপুণ্য, উত্তাপ, নাচঘর, চেতনার অন্ধকারে, কামনাবাসনা, বোঝাপড়া, সহযাত্রী, বিবরমুক্ত, ভোগের বিসর্জন, গুণীন, অর্য্যণনিশি, রাজা মেমসাহেব সংবাদ, মূল্যবোধ প্রভৃতি।

পঞ্চম অধ্যায়ে জীবন, পরিবেশ ও পরিস্থিতি, চরিত্রগুলির নির্মমতা, অসামাজিক, কদাকার চেহারা বার বার উপকরণ হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর গন্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি মানুষের সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে, জীবনযাপনে সংশয়ে, সংকটে ঢাকা জীবন্ত মানুষকে তুলে ধরেছেন গল্পের বিষয়বস্তু রূপে। তাঁর লেখা — শেষ হাসি, সোনাটরবাবু, পাপপুণ্য, উৎপাত, রং, মানুষ রতন, ও আপনার কাছে গেচে, আর একটি মানুষ, প্রাণপিপাসা, কুন্তী সংবাদ, বিষের ঝাড়, ঈশানে মেঘ, মরশুমের একদিন, নিমাইয়ের দেশত্যাগ, সুচাঁদের বারমাস্যা, বনলতা, তথাপি, জীবিকা, নিয়ত প্রভৃতি গল্পে জীবনসত্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখক সমরেশ বসু প্রেমকে দেখেছেন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। তাই তাঁর ছোটগল্পে প্রেমের অপরিচিত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা কিছু নয়, বালির ঝড়, আসামী, ছেঁড়া তমসুক, গোধূলির হাসি, গুণীন, বাসিনীর খোঁজে, ষষ্ঠ ঋতু, আরোগ্য, পিরীতি বিষম জ্বালা, শিকল কাটার ছল, ছায়াচারিনী, সাঁকো, অকাল বসন্ত, প্রেমপত্র, মহাপ্রাণ, মেঘলা ভাঙা রোদ, যৌবন, অয়নবিন্দু, রজকিনী প্রেম, রমনী, সুবর্ণা, অস্তিত্ব, শেষ মেলায় প্রভৃতি ছোটগল্পে

প্রেমচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু গল্পে একাধিক চেতনারও প্রকাশ ঘটেছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'শানাবাউরির কথকতা' গল্পটি। এতে একদিকে যেমন সমাজচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, আবার এতে যৌনচেতনার প্রভাবও দেখা যায়। এ রকম বেশ কয়েকটি গল্প রয়েছে। এগুলি ছাড়াও সমরেশ বসু কিছু বড়দের জন্য গোয়েন্দা গল্প এবং শিশু ও কিশোরদের জন্যও গোয়েন্দা গল্প লিখেছিলেন।

সমরেশ বসু ব্যাক্তি জীবনে ব্যাপক ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন বৃত্তি-প্রবৃত্তিকে গল্পের পাতায় জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। এত বিচিত্র ধরনের বিষয়বস্তু ও মানুষকে নিয়ে গল্প কম গল্পকাররাই লিখেছেন। তাঁর লেখায় একঘেঁয়েমি নেই। তাঁর ছোটগল্পগুলোতে একই সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম, মনস্তত্ত্ব, যৌনতা, বিচিত্র জীবন যন্ত্রণা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে রাজনীতি ও সমাজচেতনার প্রতিফলন। সমরেশ বসু একদিকে যেমন সাম্যবাদী তেমনি আর একদিকে গান্ধীবাদীও বটে। তবে পুরোপুরি সাম্যবাদী নন আবার গান্ধীবাদীও নন। এককথায় বলতে গেলে তিনি জীবনবাদী, জীবনশিল্পী। তিনি তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে জীবনের বহুমুখী প্রতিফলন কিভাবে ঘটিয়েছেন তা বিভিন্ন গল্পের শ্রেণীভেদ ঘটিয়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি।